بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

কুরআন করীমের শিক্ষানুযায়ী সকল প্রকার অলৌকিক কর্মকান্ড কেবল আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি বিশেষের ভূমিকা এর মধ্যে থাকে না।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১ জুলাই, ২০২২ ইং তারিখে ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র যুগের মুরতাদ ও সশস্ত্র বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন অভিযান সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল; বাহরাইনে পরিচালিত ৯ম অভিযানের বর্ণনা চলছিল। হযরত আলা (রা.), হযরত জারূদকে নির্দেশ দেন তিনি যেন আব্দুল কায়েস গোত্রকে সাথে নিয়ে হুতুমের সাথে লড়াইয়ের জন্য হাযর-সংলগ্ন অঞ্চলে গিয়ে শিবির স্থাপন করেন। হযরত আলা (রা.) নিজেও তার বাহিনী নিয়ে সেখানে আসেন। দারীনের অধিবাসীরা ছাড়া অন্যান্য স্থানের মুশরিকরাও সবাই হুতুমের নেতৃত্বে সেখানে জড়ো হয়, মুসলমানরাও সবাই হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.)'র নেতৃত্বে একত্রিত হয়। উভয় পক্ষই নিজেদের সামনে পরিখা বা খন্দক খনন করে; প্রতিদিন তারা তা অতিক্রম করে এসে প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ করতো এবং যুদ্ধ শেষে পরিখার পেছনে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যেতো।

একমাস পর্যন্ত এভাবেই যুদ্ধ চলতে থাকে। এক রাতে মুসলমানরা শত্রুশিবির থেকে হৈচৈ এর শব্দ শুনতে পান; হযরত আলা (রা.) বলেন, শত্রুদের এ হেন অবস্থা সম্পর্কে কেউ কি সংবাদ আনতে পারবে? হযরত আব্দুল্লাহ্ বলেন, আমি যাচ্ছি সংবাদ আনার জন্য। তিনি ঘটনার কারণ জানতে গোপনে শত্রুদের ঘাঁটিতে যান, ফিরে এসে জানান যে, শত্রুরা মদের নেশায় মত্ত হয়ে হৈচৈ করছে। এই সুবর্ণ সুযোগে মুসলিম বাহিনী তাদের ওপর প্রবল আক্রমণ করে এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে। তাদের অনেকেই নিজেদের পরিখার দিকে পালাতে গিয়ে তাতে পড়ে মারা যায়, অনেকে

ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, অনেককে হত্যা অথবা গ্রেপ্তার করে আনা হয়। মুসলমানরা তাদের সর্বস্বের উপর অধিকার স্থাপন করে। মাত্র অল্প কিছু লোক যারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়; তারাও কেবল তাদের পরিধেয় নিয়েই পালাতে পারে। পলাতকদের মধ্যে অন্যতম নেতা **আবজার**-ও ছিল।

হুতুমের ভয় ও আতঙ্কের অবস্থা এরূপ ছিল যেন তার দেহে প্রাণের কোন স্পন্দন নেই। যখন মুসলমানরা মোশরেকদের মাঝে অবস্থান নিয়েছিল তখন সে তার ঘোড়ার দিকে এগিয়ে যায়, হতচকিত হয়ে সে মুসলমানদের মাঝখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তার ঘোড়ায় সওয়ার হতে চেষ্টা করে, যখনই সে ঘোড়ার রেকাবে পা রাখে তা ভেঙ্গে যায়। হযরত কায়েস বিন আসিম (রা.) তাকে হত্যা করেন।

মোশরেকদের ঘাটির সর্বস্ব দখল করার পরের দিন সকালে হযরত আলা (রা.) যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ বন্টন করে দেন এবং এই যুদ্ধে যারা বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তাদেরকে শত্রুপক্ষের নিহত নেতাদের পোশাক প্রদান করেন; তাঁদের মধ্যে আফীফ বিন মানযার (রা.), হযরত কায়েস বিন আসীম (রা.), হযরত সুমামা বিন উসাল (রা.) প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সুমামা বিন উসালকে দেয়া পোশাকগুলোর মধ্যে হুতুমের কালো রংয়ের দামী একটি আলখাল্লাও ছিল; যেটা পরে সে খুব অহংকার ভাব দেখাত। এই অভিযানের সফলতার সংবাদ পত্রের মাধ্যমে হযরত আবু বকর (রা.) কে দেয়া হয়।

এভাবে হাযর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে হযরত আলা (রা.)'র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে স্থানীয় অনেক পারসীক নতুন সরকারের বিরোধী ছিল। তারা প্রায়ই গুজব ছড়িয়ে সেখানে আতংক সৃষ্টি করতো যে, **তাগলেব ও নামে**'র গোত্রের যৌথ বাহিনী নিয়ে **মাফরূক শায়বানী** আক্রমণ করতে ধেয়ে আসছে। হযরত আবু বকর (রা.) যখন এ বিষয়ে অবগত হন তখন হযরত আলা (রা.)-কে নির্দেশ দেন, যদি জানা যায় যে, এটি গুজব নয় বরং সত্যিই মাফরূকের নেতৃত্বে শত্রুরা আক্রমণোদ্যত, আর তারাই এই সংবাদ প্রচার করে বেড়াচ্ছে, তবে তিনি যেন এগিয়ে গিয়ে তাদের প্রতিহত করেন; যেন তাদের পরিণতি দেখে অন্যরাও এরূপ করার সাহস না পায়।

মুরতাদরা (পারস্য উপসাগরীয় দ্বীপ) দারীনে জড়ো হয়। হযরত আলা (রা.)'র কাছে পরাজিত হওয়ার পর পরাজিত বিদ্রোহীদের একটা বড় অংশ নৌযানে করে দারীনে চলে যায় আর অন্যান্যরা আপন আপন গোত্র সংলগ্ন অঞ্চলে ফিরে যায়।

বাহরাইনে ফিতনার আগুনকে নির্বাপিত করতে মুসান্না বিন হারসা (রা.)'র অনেক বড় ভূমিকা ছিল। তিনি তাঁর সৈন্য বাহিনী নিয়ে হযরত আলা বিন হাযরামি (রা.)'র সাথে শামিল হয়ে বাহরাইনের উত্তর দিকে রওয়ানা হন। তাঁরা কাতায়েফ এবং হাযর অঞ্চল দখল করেন। পারস্য সেনা এবং বাহরাইনের মুরতাদদের সাহায্যকারী কর্মীদের উপরে বিজয়লাভ না করা পর্যন্ত তাঁরা এই অভিযানে নিয়োজিত থাকেন। হযরত আলা (রা.) তখনও পর্যন্ত মুশরেকদের সৈন্য বাহিনীর মাঝেই অবস্থান করছিলেন; বকর বিন ওয়ায়েলের লেখা পত্রাবলীর জবাবে তিনি তাঁর অভিপ্রায় মতো সংবাদ পেয়ে যান যে তারা মুসলমান এবং বিদ্রোহ করে বসবে না। সেই সাথে তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে তাদের চলে যাওয়ার পর বাহরাইনের অধিবাসীদের সাথে অপ্রিয়জনক কিছু ঘটবে না- তখন তিনি সমস্ত মুসলমানদের দারীন অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানান।

বর্ণিত আছে যে মুসলমানদের কাছে নৌযান ইত্যাদি ছিল না যাতে চেপে তারা দ্বীপ অবধি

পৌছতে পারত। এটা লক্ষ্য করে হযরত আলা বিন হাযরামি (রা.) দাড়িয়ে পড়েন; তিনি সবাইকে একত্রিত করে তাদের সামনে ভাষন প্রদান করেন: আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্য শয়তানদের দলকে সংঘবদ্ধ করেছেন; এবং যুদ্ধকে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। তিনি ইতিপূর্বে স্থলভাগে তোমাদেরকে নিজস্ব নিদর্শন দেখিয়েছেন যাতে এগুলি প্রত্যক্ষ করে সমুদ্রেও তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। তোমরা সমুদ্রকে চিরে ফেলে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হও। কেননা আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্যই তাদেরকে একত্রিত করেছেন। উত্তরে তারা বলে: আল্লাহ্র কসম! আমরা এমনটাই করব। আর দোহনা উপত্যকার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার পর আমরা আমাদের জীবদ্দশায় তাদের থেকে কখনও ভীত হব না।

আল্লাহ্ তাআলার মহিমা দেখুন। হযরত আলা (রা.) এবং সমস্ত মুসলমান সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে সমুদ্রের কিনারায় এসে খোদার দরবারে দোয়া করছিলেন: **ইয়া আরহামার রাহেমীনা ইয়া কারীয়মু ইয়া হালীয়মু ইয়া আহাদু ইয়া সামাদু ইয়া হায়্যু ইয়া মুহইল মাওতে ইয়া হায়্যু ইয়া কায়্যুমু; লা ইলাহা ইল্লা আনতা ইয়া রাব্বানা।** তিনি এ দোয়া করে সেনাবাহিনীর সকল সদস্যকে আপন আপন সওয়ারিসহ সমুদ্রে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তারা এমনটাই করে আর কোনওরকম ক্ষতি ছাড়া উপসাগর অতিক্রম করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন; মুসলমানরা দারীনে পৌছলে মুরতাদ-বিদ্রোহীদের সাথে তাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং বিদ্রোহীরা সবাই নিহত হয়। তাদের কোন সংবাদ বাহকও পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল না। মুসলমানরা তাদের পরিবারের সকলকে দাসী এবং গোলাম বানায়; তাদের ধনসম্পত্তির উপর অধিকার স্থপন করে। যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ হিসাবে প্রত্যেক অশ্বারোহী সৈনিক ছয় হাজার এবং পদাতিক প্রত্যেক সৈনিক দুই হাজার দিরহাম লাভ করে।

(দশম অভিযান, নেতৃত্বে ছিলেন হযরত সুওয়াইদ বিন মুকাররিন, ইয়েমেনের তিহামা অঞ্চলের মুরতাদ বিদ্রোহীদের দমন)

হযরত সুওয়াইদ বিন মুকাররিন মুযায়নি পঞ্চম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিহামা অঞ্চলের মুরতাদ বিদ্রোহীদের অবস্থা বিস্তারিত বর্ণনা করে এক লেখক লেখেন: এখানে মুরতাদদের শাস্তি প্রদানে তালিকার শীর্ষে তাহের বিন আবি হালা (রা.) ছিলেন, যিনি মহানবী (সা.)'র পক্ষ থেকে তিহামা অঞ্চলে আমীর নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরমুতের আমীর উকাশা বিন সাউর (রা.) কে তিহামা অঞ্চলে অবস্থান নেওয়ার এবং এখানকার বাসিন্দাদের একত্রিত করে পরবর্তি নির্দেশের অপেক্ষায় থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। বাজিলা গোত্রের নিকট হযরত আবু বকর (রা.) জারীর বিন আবদুল্লাহ্ বজলি (রা.) কে ফেরত পাঠিয়ে তাকে নির্দেশ দেন যে সে যেন তার গোত্রের নিষ্ঠাবান মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে মুরতাদদের হত্যা করে; অতঃপর খাসআমের নিকট পৌছয়; এবং তাদের মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করে। সেইমতো তিনি অভিযানে বের হন এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র নির্দেশ পালন করেন। মাত্র অল্প সংখ্যক কয়েকজন তাঁর মোকাবেলাতে এসেছিল। তিনি তাদের পরাজিত করে ছত্রভঙ্গ করে দেন আর বাকীদের হত্যা করেন।

খুতবা সানিয়ার পূর্বে হুযুর আনোয়ার আতঙ্কবাদের শিকার হয়ে শাহাদত বরণকারী বুরকিনা ফাসুর ডেকো রিজিয়নের দুজন খুদ্দাম জনাব ডেকো যাকারিয়া এবং জনাব ডেকো মুসা সাহেব, এবং

তিন জন মরহুম জনাব মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব বালুচ সিন্ধ নিবাসী, ওয়াকয়ে নও মোকারমা মুরারযা ফারুক সাহেবা রাবওয়া নিবাসী এবং স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব আঞ্জুমানা সাহেব আইভরি কোষ্ট-এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন এবং জুমআর পর গায়েব জানাযা পড়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar(at) 1 July 2022 *Distributed by* Ahmadiyya Muslim Mission ....................*P.O*........................ *Distt*........................*Pin*.........*W.B*	**To,** _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in